খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস

বঙ্গবন্ধু - আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের জনমানুষের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনক ও স্থপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভালোবেসে তাঁরা তাঁকে ডাকেন 'বঙ্গবন্ধু'। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বঙ্গবন্ধু হলেও আমার কাছে তিনি স্নেহের পিতা। আমার বাবার মতো মহান ব্যক্তির সন্তান হওয়ার জন্য মানুষকে কখনো কখনো মূল্য দিতে হয়। আমাকেও দিতে হয়েছে চরমতম মূল্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভোরে। সেই ভোরে কিছু সেনা সদস্যের নির্মমতায় আমি আমার মা, ভাই ও তাদের স্ত্রী, এমনকি আমার দশ বছরের ছোট ভাই রাসেলসহ বাবাকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছি। আমার বিজ্ঞানী স্বামীর পড়াশুনার সূত্রে আমি আর আমার বোন রেহানা তখন জার্মানিতে ছিলাম বলে বেঁচে যাই।

ছোট বেলায় বাবার সান্নিধ্য আমার তেমন জোটেনি। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সারাক্ষণ তিনি তাঁর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে কারান্তরালে থাকতে হয়েছে। তিনি দীর্ঘকায় ও সুদর্শন ছিলেন। কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট এবং স্নেহময়। একবার বেশ কিছু দিন পর তিনি আমাদের টুংগীপাড়ার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরেছেন। কামাল, আমার ছোট ভাই, তখন অনেক ছোট, আমাকে জিজ্ঞেস করলো সেও আমার বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারবে কি না। যদি বঙ্গবন্ধুর একটি মাত্র গুণের কথাই শুধু উল্লেখ করতে হয়, বলতে হবে দেশের মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। মানুষের সেবায় ও কল্যাণে হেন অবদান নেই তিনি রাখেননি। তাঁর অপরিমেয় সাহস কখনো তাঁকে ব্যর্থ হতে দেয়নি। জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে, এমন কোনো বিষয়ের সাথে তিনি কখনো আপোষ করেননি। সে প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। ব্যক্তিস্বার্থ ছিল তাঁর কাছে মূল্যহীন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিত্যাগ করে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। তাঁর নামেই সংঘঠিত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

করাও সম্ভবপর ছিল না। জনগণের ওপর তার প্রভাব সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। দেশের মানুষ তাঁকে যতটা ভালোবাসতো, সমান ভালোবাসায় তিনি তাঁর প্রতিদান দিয়েছেন। গভীর ভালোবাসার জন্যই তারা তাঁর ডাকে অকুতোভয়ে সাড়া দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগমুক্ত এক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্থান থাকবে সবার ওপরে। সারাটা জীবন তাঁকে জনগণের জন্য ভুগতে হয়েছে। সে দুর্ভোগের ভাগ আমাকেও নিতে হয়েছে। দীর্ঘদিন আমাকে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে, রাজনৈতিক নির্যাতন সইতে হয়েছে এবং বুলেটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। বহুবার আমাকে গৃহবন্দী থাকতে হয়েছে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে অশান্ত অবস্থায় বিরাজমান পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নিতে হয়েছে অনেক ঝুঁকি।

এক পাশবিক হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বরণের পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে হত্যা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্তের রাজত্ব কায়েম হয়। ষড়যন্ত্র, সংবিধান লংঘন ও বিভিন্ন অসাংবিধানিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই অশুভ পন্থাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক ধারা। জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমাকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমার দলের অনেক কর্মী সমর্থককে জীবন দিতে হয়েছে এ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, শারীরিক নির্যাতনের ফলে অনেক কর্মীকে বরণ করতে হয়েছে পঙ্গুত্ব। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে অসামান্য আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু আমার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। জনগণের ভাতের অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তিই এখন আমার লক্ষ্য। আমি চাই দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত এক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। এজন্য বিশৃংখলার ধ্বংস স্তুপে দাঁড়িয়ে আমাদের গড়ে তুলতে হবে এক নতুন সমাজ। এ সমাজে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা থাকবে। আমার বিশ্বাস তখনই আমার পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে যাতে অধিকার থাকবে গুটিকয় সুবিধাভোগীর নয়, দেশের সকল মানুষের। লক্ষ কোটি মানুষের মতো আমার জীবনেরও আদর্শ আমার পিতা। এ আদর্শ বাস্তবায়ন ও তাঁর অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কাজ করে যেতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণকে আমি জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

এ লাশ আমরা রাখব কোথায় ?

শামসুর রাহমান

এ লাশ আমরা রাখব কোথায় ?
তেমন যোগ্য সমাধি কই ?
মৃত্তিকা বলো পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই ।
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই ॥

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা (১৯৭২-৭৫)

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় এলো ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। চারদিক তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, শোকাহত স্বজন আর বহু অশ্রু ও শোকে পুরো দেশ বিপর্যস্ত। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্রিজ, কালভার্ট, নদীনালা, সমুদ্রবন্দর সবকিছুই তখন বিধ্বস্ত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পূর্ণরূপে শূন্য। ঘরে ঘরে বিধবা। নিঃস্ব, সহায় সম্বলহীন গৃহস্থ। কৃষকের গোলাঘরে ধান নেই। জমিতে ফসলের চাষ নেই। চারদিকে কেবলই হতাশা। যতটুকু আশা তা ঐ স্বাধীনতার স্বাদ আর জাতির পিতার ফিরে আসার মধ্যে। আমাদের মহান বিজয়ের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্যে সমগ্র জাতি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আবেগ নিয়ে জাতির পিতার প্রতীক্ষায় ছিল। অবশেষে তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরলেন ত্রাতা রূপে। উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন-- বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন থাকবে-- একজন বাঙালি জীবিত থাকা পর্যন্ত। স্বাধীনতার শত্রুদের বিচার সম্পর্কে বিবিসি টেলিভিশন ও অটোয়ার দৈনিক গ্লোব-কে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ২রা আগস্ট ১৯৭৩ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যুদ্ধপরাধী বিচারের প্রশ্নে কোনো আপোষ হতে পারে না।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি বঙ্গভবনে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ধবংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু হাত দিলেন দেশ গড়ার কাজে। দেশের মানুষ তখন যুগপৎ উজ্জীবিত এবং বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখানোর দায়িত্বও তিনি কাঁধে তুলে নেন। জাতীয় পতাকার মাপ, নকশা ও রং অনুমোদিত হয়। জাতীয় সঙ্গীত ও রণসঙ্গীত নির্ধারিত হয়, সংবিধান প্রণয়ন, শিল্প জাতীয়করণ, পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য পদ লাভ, কৃষি ক্ষেত্রে তাকাভি প্রচলন মঞ্জুর, গণশিক্ষা চালু, শিক্ষা কমিশন গঠন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত তাঁর নেতৃত্বে গৃহীত হয়। এক বছরের মধ্যেই চট্রগ্রাম, মংলা, পসুর/চালনা বন্দরে ডুবে থাকা জাহাজ, বোট, অজস্র মাইন অপসারণ করে তা চালু করা হয়। এতে বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য ও উন্নয়ন সরঞ্জামাদি আমদানির পথ আবারো খুলে যায়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ভৈরব ব্রিজ ও অসংখ্য কালভার্ট মেরামত করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রাথমিক নেটওয়ার্ক আংশিকভাবে চালু করা হয়। মাত্র এক বছরের মধ্যেই ৩০০টি বিধ্বস্ত রেল সেতুর মধ্যে ২৯৮টির মেরামত সম্পন্ন করে রেল সার্ভিসকে সচল করা হয়। লক্ষ লক্ষ একর জমি রক্ষার জন্যে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়। দেশের প্রথম বাজেটেই উন্নয়ন

খাতে বরাদ্দের মোট ৬০% পল্লী উন্নয়নের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়। সমবায় উন্নয়ন বোর্ড চালু করে সাধারণ জনগণকে উন্নয়ন অংশীদারত্বে উদ্বুদ্ধ করা, ভারত থেকে ফিরে আসা এক কোটি শরণার্থী পুনর্বাসন করা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান, সম্ভ্রমহারা প্রায় ৩ লক্ষ নারীকে পুনর্বাসন, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে প্রেরণ, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের মাটি থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যাহার, মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠন, সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন, বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্যে কুদরুত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটি গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ (১৯৭৩) জারি, ৪০ হাজার প্রাইমারি স্কুলকে জাতীয়করণ, অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা প্রবর্তন, দেশের সর্বত্র ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে খাস কৃষি জমির বন্দোবস্ত, কৃষকের সুদসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করেন । বিশ্বের ১৪০ জাতির স্বীকৃতি অর্জন এবং ৪৪ হাজার কিউসেক পানির প্রাপ্তি নিশ্চয়তা করে ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ওআইসি-র সদস্য পদ লাভ করে। এতো অল্প সময়ে এতোগুলো মৌলিক কাজ সম্পাদন করা ছিল জাতির পিতার জন্যে একটি বিশাল অর্জন।

বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশে যে অগ্রগতির ধারা সৃষ্টি করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। এক কিলোমিটারের উন্নয়ন সূচকে বঙ্গবন্ধু একাই মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশকে ৩৪৫ মিটারে উন্নীত করেছিলেন। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক (ইউএনএইচডিআই) মূল ভিত্তি ধরে এই হিসেব করা হয়েছে। এতে মানব উন্নয়নের সূচক হচ্ছে এক কিলোমিটার। ১৯৭৫ সালের পর জিয়াউর রহমানের সাড়ে পাঁচ বছরে এই উন্নয়ন সূচক মাত্র ১৯ মিটার বেড়েছিল। বেগম খালেদা জিয়া প্রথমবার ক্ষমতায় থাকাকালে এই সূচকে মাত্র ৩৩ পয়েন্ট যোগ করেত পেরেছিলেন। জাতির পিতার উত্তরসূরী শেখ হাসিনার সরকার তাদের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালের প্রথম চার বছরে এ সূচককে ৫৪ মিটার এগিয়ে ৪৫২ থেকে ৫০৬-তে উন্নীত করেছিলেন। এরপর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এ সূচক মাত্র ১৪ মিটার বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৫২০ মিটারে অবস্থান করে।

জাতির পিতার এই অগ্রযাত্রাকে স্তম্ভিত করে দেয়ার জন্যে স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীমহল নানারকমের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আমাদের স্বাধীনতার পর দেশে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের খরা, ১৯৭৩ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, আরব-

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

ইসরাইল যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা ইত্যাদি মিলে বাংলাদেশের নতুন

সরকারের জন্যে একটি প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান ছিল। তখন সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের কোনো কর্মসূচি ছিল না। স্বাধীনতার শত্রুরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক চত্রান্তের সহায়তায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারা দেশের অর্থনীতিকে ধবংস করার জন্যে প্রধান অর্থকরি ফসল পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পিতার ডাকে অস্ত্র সমর্পণ করলেও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের অনেকেই অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। তারা তাদের বাহ্যিক লেবাস পরিবর্তন করে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গেলেও অন্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করার অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিল। ঐসকল অস্ত্র ব্যবহার করে তারা দেশের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে থাকে।

জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদেশ থেকে বাংলাদেশের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হলেও সেই খাদ্যদ্রব্য যাতে দেশে আসতে না পারে সে জন্যে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থানকারী দেশের চক্রান্তে সেই খাদ্যদ্রব্য আনার জন্যে তখন জাহাজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনি পরিস্থিতিতে দেশের মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল পেশার ও সকল স্তরের দেশপ্রেমিক জনগণকে নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন। দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তির জন্যে বাকশাল যখন পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের সোপানে পা রাখে তখন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ গণবিরোধী ক্ষমতালিপ্সু অপশক্তি জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করে। সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন। এই খুনি নরপশুরা মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নস্যাৎ করার জন্যে নানা রকমের উদ্ভট গল্প বানিয়ে সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে থাকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ক্রমান্বয়ে দেশে মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদের প্রসার ঘটাতে থাকে। তারা তাদের নীল নকশা অনুযায়ী স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে বৈষম্য, খুন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে থাকে। তাদের সেই ষড়যন্ত্র আজো থামেনি। তারা ২১ আগষ্ট ২০০৪ সালে জাতির পিতার কন্যাকে হত্যা করার জন্যে অত্যন্ত উন্নত মানের সামরিক গ্রেনেড দিয়ে একটি জনসভায় হামলা চালায়। এই হামলায় বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান-এর সহধর্মিনীসহ ২৩ জন শহীদ হন। বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিক আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া ও আহসান উল্লাহ মাস্টার, এমপি-র মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের মতো বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে তারা। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় খুব দ্রুত দেশে মৌলবাদের উত্থান

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

ঘটে। দেশের মধ্যে অজস্র ভারি আগ্নেয়াস্ত্রের চালান বাড়তে থাকে। আর এই সবই হয়েছে আওয়ামী লীগ বিরোধী সরকারের সহায়তায়।

জাতির পিতার সময়কাল (১৯৭২ - ১৯৭৫) -এ বাংলাদেশে যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে সে বিষয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক ধারণা দেয়ার জন্যে ঐ সময়কার পত্রপত্রিকার ভিত্তিতে একটি ঘটনার ক্রমপঞ্জি তুলে ধরা হলো।

জানুয়ারি, ১৯৭২

- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ০২ জানুয়ারি ঢাকায় বলেন, বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এটি বঙ্গবন্ধুর আদর্শেরই প্রতিধ্বনি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের সমাজে কোনো ধর্মীয় ভিত্তিতে সংখ্যালঘু বলতে কিছুই থাকবে না। (০৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বোরো উৎপাদনকারী এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য সমবায় ঋণ হিসেবে সরকারের তিন কোটি টাকা মঞ্জুর। (০৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (বিআইএ) গঠিত। (০৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- মুক্ত বাংলার মাটিতে ১০ জানুয়ারি উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘ষড়যন্ত্র চলছে এখনো’ উল্লেখ করে দৃপ্ত ঘোষণা দেন ‘একজন বাঙালি জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে।’ (১১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। এর আগে তিনি দেশের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেন। (১২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারিঃ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারি ও মার্চে নির্বাচিত এবং অন্য কোনো কারণে অযোগ্য ঘোষিত নয় এরূপ সকল এমএলএ ও এমপিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত। (১২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড ও বার্মা কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (১২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- চৈত্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বকেয়া ও সুদসমেত কৃষি জমির সবরকম খাজনা মওকুফ। (১৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান ‘আমার সোনার বাংলা’ এবং জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল’ গানটি নির্বাচিত। জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত। (১৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর প্রথম নীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, সবার সঙ্গে বন্ধুত্বই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি। (১৫ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশকে নেপালের স্বীকৃতি প্রদান। (১৭ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ দুটি শহরকে একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (১৭ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশকে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া ও বারবাডোসের স্বীকৃতি প্রদান। (২২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- টেস্ট রিলিফ কর্মসূচির জন্য ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন করাই টেস্ট রিলিফ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।
- ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করতে আমদানি-রপ্তানির পণ্য তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। (২৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- মন্ত্রিসভা বৈঠকে উদ্বাস্তু ও অন্যান্য বাস্তুচ্যুতদের অবিলম্বে রিলিফ প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চেয়ারম্যন করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণী সংস্থা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় পতাকার মাপ, নকশা ও রং অনুমোদিত হয়। (২৬ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশকে হাঙ্গেরি ও সাইপ্রাসের স্বীকৃতি প্রদান। (২৯ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা)।

http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজির স্বীকৃতি প্রদান (০১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে নিয়মিত বিমান সার্ভিস চালু। (০২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (০৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইসরাইল, আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। বাংলাদেশ বিমান চালু। (০৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- দুই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুক্ত ঘোষণাঃ ২৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সমস্ত বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। (০৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ এর স্বীকৃতি প্রদান। (১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- ফ্রান্স ও ইতালির বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (১৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- শেখ মুজিব-কেনেডি বৈঠকে কেনেডি বলেন, (বাংলাদেশকে) মার্কিন স্বীকৃতিতে আর দেরি নয়। (১৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এতে সরকারের ব্যয় এক কোটি টাকা এবং উপকৃত হবে দেশের ২৮ হাজার প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। (২০ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- ‘পরিবার প্রতি একশ’ বিঘার বেশি জমি থাকবে না’ - বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা। কৃষকদের দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কৃষি বিপ্লবের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। (২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯ লাখ একর জমি পুরোপুরিভাবে এবং আরো ৯ লাখ একর জমি আংশিকভাবে রক্ষার কাজ শেষ। (২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে দেশের নির্যাতিত নারীদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন। প্রায় দশ কোটি টাকার একটি বিস্তারিত কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর নীতিগতভাবে অনুমোদন। (২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- দেশে প্রত্যাগত শরনার্থী ও খান সেনার নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৩ লাখ মন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (২৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের মধ্যে ৯ কোটি ১৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার সুদমুক্ত দুটি ব্রিটিশ পণ্য ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত। (২৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া সফরের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর মস্কোর পথে যাত্রা। বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সাহায্য কামনা করেছে বলে সংবাদে উল্লেখ। (২৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা)।

মার্চ, ১৯৭২

- ৪ মার্চ 'বঙ্গবন্ধুর মস্কো সফর সফল হয়েছে যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষরিত ঃ উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা' শীর্ষক লিড নিউজ ছাপে দৈনিক বাংলা।
- বাংলাদেশকে সিংহলের (শ্রীলঙ্কার) স্বীকৃতি প্রদান। (০৬ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- গবাদি পশু, বীজ ও সার খরিদের জন্য সরকার কৃষকদের ১০ কোটি টাকার তাকাভি ঋণ মঞ্জুর। (১৬ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- ভারতের লোকনন্দিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী ময়দানে ঢাকার ইতিহাসের বৃহত্তম জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে দু'দেশের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব চির অটুট থাকবে বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা। বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে থাকার প্রতিশ্রুতি। (১৮ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- পঁচিশ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর। বারোটি অনুচ্ছেদের এ চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী পক্ষদ্বয় ঘোষণা করে তাদের কেউ আক্রান্ত হলে যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে। তাদের কোনো পক্ষই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করবে না কিংবা অনুরূপ চুক্তিতে অংশ নেবে না। বাংলাদেশ বা ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত কোনো তৃতীয় দেশকে স্বাক্ষর দানকারী কোনো দেশই কোনো রকম সাহায্য দানে বিরত থাকবে। চুক্তিতে দুই দেশ পরস্পরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আন্তরিক সংহতিকে মর্যাদা দান এবং একে অপরের অভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার কথা ঘোষণা করা হয়। চুক্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন, পানি, বিদ্যুৎ ও সেচের ক্ষেত্রে যৌথ নিরীক্ষা ও কর্মপন্থা গ্রহণের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়। (২০ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- পাইকারি মূল্যে তাঁতিদের মধ্যে সুতা সরবরাহসহ তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ১১ কোটি টাকার ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা। (২২ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর জাহাজ চলাচলের উপযোগী করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ধারকারী জাহাজের একটি নৌবহর চট্টগ্রামের পথে রওনা। (২২ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে জাহাজ চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাইন অপসারণ, বন্দর পরিস্কার করা এবং ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর। বাংলাদেশকে সহায়তার আওতায় সোভিয়েত টিম একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং বিশেষজ্ঞ লোক, উপযুক্ত জাহাজ ও প্রকৌশল সুবিধাদি প্রদান করবে। শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর প্রতীকস্বরূপ সোভিয়েত সরকার বিনামূল্যে এ সহায়তা দিবে। (২৩ মার্চ বাংলাদেশ অবজারভার)।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। আদেশে এটি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী হয়েছে বলে গণ্য করার কথা উল্লেখ করা হয়। (২৫ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশ-ভারত টেলিযোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত। (২৮ মার্চ দৈনিক বাংলা)।
- নয়াদিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত। (২৯ মার্চ দৈনিক বাংলা)।

এপ্রিল, ১৯৭২

- পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ৪৭ কোটি টাকার একটি ব্যাপক প্রকল্প চূড়ান্ত। এ বছরই (১৯৭২) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে ১৯৭৭ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প অনুযায়ী সারাদেশে চার হাজার ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে বিশটি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে তেরো সদস্যের একটি গণশিক্ষা বোর্ড এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। (১৯ এপ্রিল দৈনিক বাংলা)।
- কমনওয়েলথ এর ৩২ তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ। (১৯ এপ্রিল দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রকে শীঘ্রই সচল করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন ব্যাংক, বাংলাদেশ পূঁজি বিনিয়োগ কর্পোরেশন এবং অন্যান্য অর্থ সংস্থার সমন্বয়ে একটি কনসর্টিয়াম গঠন। (২০ এপ্রিল দৈনিক বাংলা)।
- দেশের প্রথম বাণিজ্যনীতি ঘোষণা। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি-জুন বাণিজ্য মওসুমের জন্য ঘোষিত এ আমদানি নীতিতে আমদানিযোগ্য পণ্যের একটি তালিকা দেয়া হয়। সব রকমের বিলাস দ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ। (২৫ এপ্রিল দৈনিক বাংলা)।
- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসকল্পে একটা ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুপারিশ করার জন্য কমিটি নিয়োগ। কমিটি কারিগরি-অকারিগরিসহ বিভিন্ন চাকুরির বর্তমান কাঠামো বিবেচনা করে সরকারের চাহিদা ও কাজ চালানোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কাঠামো নিরূপন করবেন। এছাড়া কমিটি সকল অসামরিক চাকুরি একটা সংযুক্ত সার্ভিসে একত্রীকরণ করার বিষয় বিবেচনা করবে। (২৬ এপ্রিল দৈনিক বাংলা)।

মে, ১৯৭২

- প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মে দিবসের ভাষণে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কৃষকের সুদসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আদায় রহিত। (০৩ মে দৈনিক বাংলা)।
- গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একুশ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিশন গঠন। (১৯ মে দৈনিক বাংলা)।
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য খাদ্য, শিশু খাদ্য, খাবার তেল ইত্যাদি মজুদকরণসহ বেশ কিছু গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট অপরাধ (বিশেষ ট্রাইবুনাল) ১৯৭২ আদেশ জারি। (২৬ মে দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশ সরকার পাটের রপ্তানি বাণিজ্য জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত। চাষীদের স্বার্থে পাটের ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেয়ার সিদ্ধান্ত। (৩১ মে দৈনিক বাংলা)।

জুলাই, ১৯৭২

- বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা। মোট ৫০১ কোটি টাকার বাজেটে রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত ৬৬ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। এতে নতুন কর নেই। বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৩১৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা। জোর দেয়া হয়েছে শিক্ষা ও কৃষি খাতের প্রতি। (০১ জুলাই দৈনিক বাংলা)।
- ১৯৭২-৭৩ সালের এক কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। (০৭ জুলাই দৈনিক বাংলা)।
- ৭২-৭৩ সালের রপ্তানি লক্ষ্য ২৬০ কোটি টাকা নির্ধারণ। (০৮ জুলাই দৈনিক বাংলা)।
- উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ পল্লী এলাকায় ব্যয় করা হবে- বাজেট সম্পর্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। (০৮ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাক)।
- ইরাকের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (০৯ জুলাই দৈনিক বাংলা)।
- দশ সদস্যের জাতীয় বেতন কমিশন গঠন। ছয় মাসের মধ্যে কমিশন রিপোর্ট পেশ করবে। (১৪ জুলাই দৈনিক বাংলা)।

আগস্ট, ১৯৭২

- দক্ষিণ ইয়েমেনের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। (০১ আগস্ট দৈনিক বাংলা)।
- নয়া বাণিজ্য নীতি ঘোষণা। আমদানি পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ। প্রথম আমদানি নীতির মতো এতেও বিলাস দ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ। (০২ আগস্ট দৈনিক বাংলা)।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- বাংলাদেশ ও রুমানিয়ার মধ্যে তিন বছর মেয়াদি পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত। (০৫ আগস্ট দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশের বিশ্বব্যাংক, ওগঋ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ। (১৯ আগস্ট দৈনিক বাংলা)।
- চা নীতি ঘোষণা। (২৫ আগস্ট দৈনিক বাংলা)।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

- শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেন, আগামী বছর থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক হবে। (১১ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য মাথপিছু চার বিঘা করে খাস জমি বরাদ্দ। (১৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে নয় মাসে পৌনে ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়। (১৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটার তালিকা প্রণয়ন কর্মসূচি ঘোষণা। (১৭ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পরিচালনা বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখা এবং শীঘ্রই জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠন করার ঘোষণা। (২৭ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।

অক্টোবর, ১৯৭২

- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে তিস্তা বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত। (০১ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- সারাদেশে চার হাজার সাতশ’ ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর সিদ্ধান্ত। পণ্য বিতরণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে জনসাধারণকে মুনাফাখোর ও ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের ব্যবস্থা। কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় পাটের নিম্নতম মূল্য ৫০ টাকা ধার্য। (০১ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।
- সামুদ্রিক মৎস্য শিকার বৃদ্ধির জন্য পাঁচ কোটি টাকার কর্মসূচি ঘোষণা। ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু। (০২ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- বাংলাদেশের জন্য আইডিএ’র তিন কোটি ৩০ লাখ ডলার ঋণ। (০৬ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- সীমান্ত চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনী তলব, কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ। (৬ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।

- প্রকৃত তাঁতীর হাতে সূতা পৌঁছানোর জন্য বিশেষ সেল গঠনের নির্দেশ। (০৮ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে শহীদ, নিখোঁজ, পঙ্গু ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন কোটি ২২ লাখ ৮২ হাজার টাকা বিতরণ। বঙ্গবন্ধু জোলিও কুরি পদকে সম্মানিত। (১১ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উদ্বোধন। এটি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রচেষ্টার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। একে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (১২ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।
- গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ, দেশে সংসদীয় পদ্ধতির এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা হবে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান ও তিনশ' পনেরো জন সদস্যের এক কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রিসভা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। খসড়া শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে স্বাধীন বিচার বিভাগ স্থাপনের বিধানও সন্নিবেশিত। (১৩ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।
- আটক বাঙালিদের স্বদেশে ফিরতে সাহায্য চেয়ে জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট বঙ্গবন্ধুর তার বার্তা। (১৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- ১৮ অক্টোবর বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি স্টার্লিংয়ে উন্নীত। (১৯ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- বাংলাদেশের ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ। (২০ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ক্ষয়ক্ষতি ও সংস্কার সম্পর্কে প্রথম সরকারি জরিপ। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। (২৪ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- চার কোটি টাকা মূলধন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত। (২৭ অক্টোবর দৈনিক বাংলা)।

নভেম্বর, ১৯৭২

- দুশো পঁচিশ বছরের পরাধীনতার পর লাখো শহীদের রক্তে লেখা দলিল বাঙালি জাতির প্রথম সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত। (০৫ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশের কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য পদ লাভ। (০৮ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- দেশের সর্বত্র ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে খাস কৃষি জমির বন্দোবস্ত নিশ্চিত করার জন্য আট-দফা নীতি নির্দেশ। (১৪ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- বাংলাদেশকে সদস্য পদ দানের আহ্বান জানিয়ে ২৩টি দেশের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন। (১৯ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কোরি (ঔঁষরব ঈঁৎরব) শান্তি পুরস্কার গ্রহণ। স্থায়ী পৃথিবীর জন্য অস্ত্র প্রতিযোগিতা থামানোর আহ্বান জানান তিনি। (২০ নভেম্বর অবজারভার)।
- ঢাকা-মস্কো বেতার টেলিভিশন কার্যক্রম বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে সংবাদ, তথ্য, টেলিভিশন এবং চিত্রসহ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিনিময় হবে। (২৩ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের তিরিশ লাখ শহীদের স্মৃতিকে চিরঞ্জীব করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত। ঢাকা থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাভারে ৬০ একরেরও বেশি এলাকা নিয়ে ঐ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হবে। (২৫ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন সংবিধি স্বাক্ষরিত। (২৫ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- উত্তর ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান। (২৬ নভেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায়। (০১ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।

ডিসেম্বর, ১৯৭২

- পাটজাত পণ্য থেকে ৯১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত। (০১ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- তিনশ' বিধ্বস্ত রেল সেতুর মধ্যে ২৯৮টির মেরামত কাজ সম্পন্ন। (১১ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- দিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে নদী অববাহিকা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত। (১৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক)।
- বঙ্গবন্ধুসহ জনপ্রতিনিধিদের স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত। (১৫ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- দীর্ঘ সাধনার বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান চালু। ঢাকায় বিজয় দিবসের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আছে, থাকবে, তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। (১৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের অমর শহীদদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (১৭ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।

http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিবর্গের সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ। (১৮ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা)।
- (স্থান অভাবে পরবর্তী সময়কালের ঘটনাপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত করা হলোনা।)

http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

যদি রাজদণ্ড দাও

- অসীম সাহা

যদি রাজদণ্ড দাও আমি মাথা পেতে নেবো।
ক্ষমার অযোগ্য যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে,
আর সেই ভুলের জন্যে যদি বদলে যায় ভৌগোলিক সীমা,
যদি আত্মজের নিক্ষিপ্ত তীর শূন্যতায় উড়ে গিয়ে
শক্তিশেল হয়ে বেঁধে তোমার শরীরে
তুমি তবে কোন্ দণ্ড দেবে ?
যদি রাজদণ্ড দাও আমি মাথা পেতে নেবো।
পিতা, একদিন তুমি ছিলে স্বপ্নের ভেতরে,
তোমার স্বপ্নের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম
আমার অখণ্ড নীলাকাশ;
কিন্তু তুমি তো জানো পিতা, স্বচ্ছ সুন্দর সেই নীলাকাশকে
ঢেকে দেয় যে-শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ
আর তার পেছনে লুকিয়ে থাকা যে-বজ্রের হুংকার
উদ্ধত আক্রোশে গর্জে উঠে পৃথিবীকে ভস্মীভূত করে,
আমি সেই গর্জনের অগ্নি থেকে জেগে ওঠা বিভ্রান্ত বালক
কিছুই বুঝতে পারিনি
আমি তোমাকে আঘাত করে
আমারই অস্তিত্বের মূলে আঘাত করেছি।
তার জন্যে আমাকে এখন যে শাস্তি দেবে দাও
আমি মাথা পেতে নেবো।
যদি রাজদণ্ড দাও যদি নির্বাসন দিয়ে দাও
আফ্রিকার দুর্গম গহীন অরণ্যে
আমি মেনে নেবো, এ আমার আত্মঘাতী বিনাশের যোগ্য পুরস্কার।
পিতা, যদি জানতাম, আমারই ভুলের জন্যে
এতো রক্ত, এতো ক্লেদ জমা হবে পিতৃভূমিতে,
যদি জানতাম, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তোমারই বুকের রক্তে
রঞ্জিত হয়ে যাবে মানচিত্র আমার,
যদি জানতাম, মধ্যরাতে তোমারই ছায়ারা এসে
তোমাকেই বধ করবে নির্মম দু'হাতে;

http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

যদি জানতাম, তোমার নিথর দেহ রক্তাপ্লুত পড়ে থাকবে
উপবাসী সিঁড়ির ওপরে;
যদি জানতাম, তোমার বক্ষ থেকে সিঁড়ি বেয়ে
নেমে যাবে সাত কোটি রক্তের ধারা
তা হলে এই হাতের প্রতিটি আঙুল দিয়ে
আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখতাম আমার উদ্ভ্রান্ত আত্মাকে,
আমি আমার চোখে বিঁধিয়ে দিতাম
অভ্রভেদী শিমুলের কাঁটা।
আমার বক্ষবিদীর্ণ আর্তচীৎকারে যদি তোমার ঘুম ভাঙতো
তুমি দেখতে পেতে, করজোড়ে তোমারই পায়ের কাছে
পড়ে আছে নতজানু তোমার সন্তান।
তুমি কী করে তাকে ক্ষমাহীন দুই হাতে ফেরাতে তখনি ?
আমি জানি, পাহাড়ের অন্তরালে বয়ে যাওয়া
স্বচ্ছতর ঝর্ণাধারার মতো
তোমার হৃদয় ছিলো শান্ত স্নিগ্ধ নদী,
তোমার হৃদয় ছিলো বাউলের একতারা, ক্লান্ত ভাটিয়ালী।
পিতা, তুমি কি জানতে, তোমার হৃদয় থেকে উৎসারিত
এই জল একদিন সবকিছু ভুলে গিয়ে
তোমাকেই উগ্‌ড়ে দেবে বঙ্গোপসাগরে ?
তুমিহীন এই মাটি আর্তনাদ করে উঠবে নদীটির তীরে ?
যদি জানতে, যদি তুমি জানতে
পিতৃত্বের এই দায় তোমাকেই একদিন রক্তমূল্যে শোধ দিতে হবে;
তখনো কি তুমি এই স্বদেশের মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠে
পরাধীন মানুষের মুক্তিমন্ত্র হতে ?
পিতা, এইখানে তুমি আজ নেই তোমার ছায়ারা পড়ে আছে।
খুব ভোরে আকাশ বিদীর্ণ করে যে-রক্তিম সূর্য ওঠে পুবের আকাশে
সবুজ প্রকৃতির মধ্যে তার গাঢ় রং মিশে গিয়ে
যে-আশ্চর্য আভা ছড়িয়ে দেয় দিগন্তে-দিগন্তে,
তার মধ্যে তোমাকে আমি দেখতে পাই।
আমার প্রতিমুহূর্তের নিশ্বাসের মধ্যে
তুমি চিরকালের বাতাস হয়ে ঢুকে যাও।
আমার সবটুকু অস্তিত্বের মধ্যে মৃত্যুহীন উপস্থিতি
আমাকেই তুমি করে তোলে;

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.

তার মানে তুমি ছাড়া আমার কোনো অস্থিত্বই নেই।
তবু তোমার উপস্থিতিহীন অস্তিত্বের ভয়ে শংকিত
একদল শিকারী তোমার ছায়ার ওপরে অন্ধকারের প্রলেপ
লাগিয়ে দিতে চায়;
একদিন তুমি যাদেরকে হৃদয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়েছিলে,
তারাই তোমার অস্বিত্বের অহংকারের ওপরে
লেপ্টে দিতে চায় পঁচিশের কালো অন্ধকার
তুমিহীন তোমার প্রেতাত্মা এসে ভর করে বঙ্গভূমিতে!
মানুষ তো ভুল করে পিতা
তোমার এই দেহখানি সে-ভুলেরই দাস।
যদি পারো ক্ষমা কোরো অধম সন্তানে।
আর যারা তোমারই রক্তের দামে কেনা এই স্বদেশের
মাটিকেই বদলে দিতে চায়,
লাল ও সবুজের মানচিত্রে আঁকতে চায় কলঙ্কতিলক;
তোমার ক্ষমার হাত একদিন যদি ঐ জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে
ছুটে চলে যায়
সেই দিন আমাকেও নির্বাসন দিও
এ পৃথিবী পার করে ফেলে দিও অন্য কোনো গহীন অরণ্যে।
যদি রাজদণ্ড দাও যদি ফাঁসিকাষ্ঠে স্তব্ধ হয় এ-দেহ আমার
সব আমি মাথা পেতে নেবো;
শুধু আমি কিছুতেই মানবো না
আমার বুকের ’পরে চেপে থাকা আগস্টের সম্মিলিত ঘাতক আঁধার।

খবর ডট কম
http://www.khabor.com/
We know Bangladesh Better.